পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

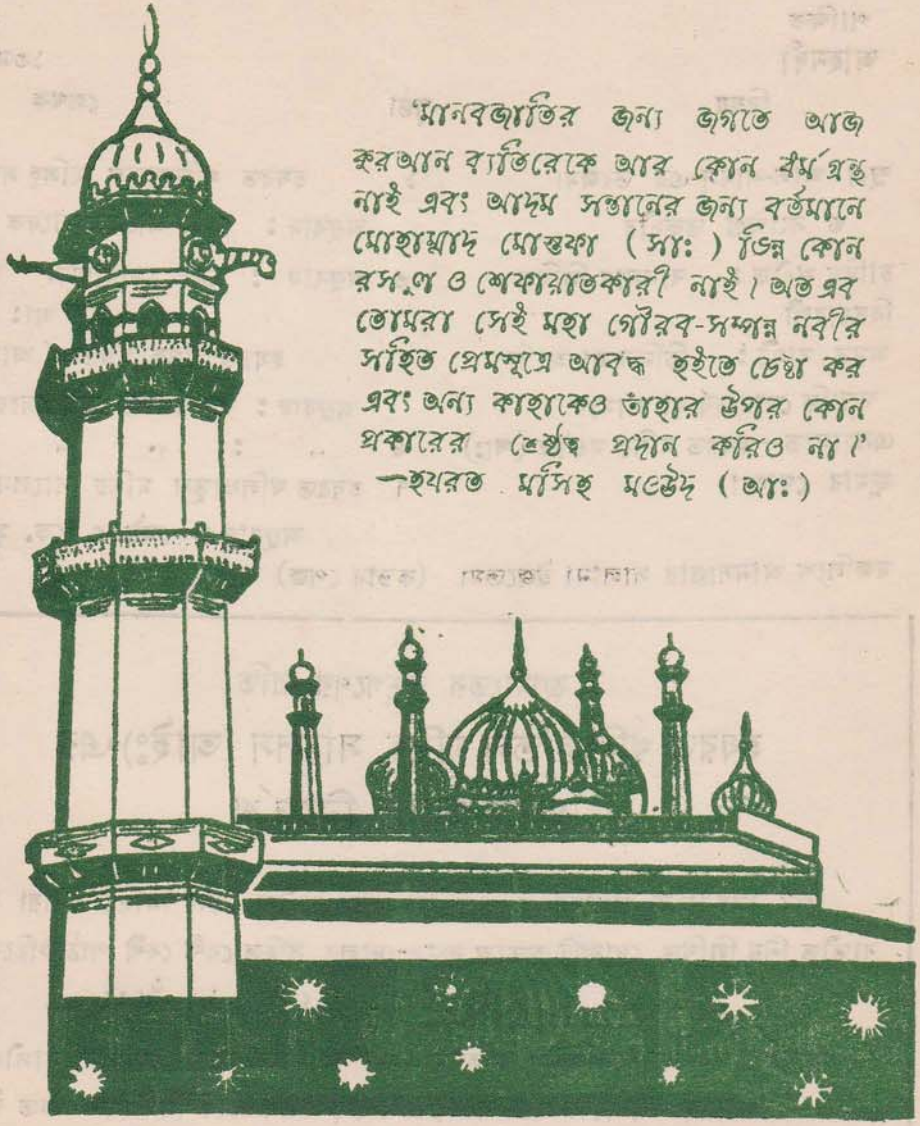

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ১৩শ সংখ্যা

৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৮১ বাংলা : ১৫ই নভেম্বর, ১৯৭৪ ইং : ২৯শে শাওয়াল, ১৩৯৪ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহমদী

২৮শ বর্ষ
১৩ম সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
০ সূরা আল-শামস্-এর তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর	১	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
০ হাদিস শরীফ : ব্যবসায় নিষিদ্ধ বিষয়াবলী	৩	অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর বাঃ, আঃ আঃ
০ অমৃত বানী : চিনিল না আজি স্বজাতি মোর মর্যাদা আমার	৫	হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মোহতরম মৌঃ মোহাম্মাদ
০ এলহামাত—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)	৬	,, : ,, ,, ,,
০ জুমার খোৎবা	৭	হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ এ, কে, মুহিবুল্লাহ
০ মজলিশে আনসাল্লার সালানা ইজতেমা	(কভার পেজ)	

জামাতের বন্ধুগণের প্রতি

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর একটি তাজা নির্দেশ

পূর্ব নির্ধারিত তসবিহ ও তাহ্মীদ, দরূদ শরীফ এবং নির্দিষ্ট দোয়া সমূহ ব্যতীত নিম্ন লিখিত দোয়াটি অত্যন্ত দরদে-দেলের সহিত বেশী বেশী পাঠ করিবেন।

حسبنا الله و نعم الوكيل - نعم المولى و نعم النصير

(হাসবুনাল্লাহু ওয়া নে'মাল উকিল, নে'মাল মওলা ওয়া নে'মান নাসীর)

—"আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং কত উত্তম কার্য নির্বাহক, কত উত্তম বন্ধু ও অভিবাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি।

এতদ্ব্যতীত সূরা আল-শামস্ প্রত্যহ ফজর এবং এশার নামাজে দ্বিতীয় রাকা'তে পাঠ করিবেন।

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ১৩শ সংখ্যা :

৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৮১বাং : ১৫ই নভেম্বর, ১৯৭৪ইং : ১৫ই নবুয়াত, ১৩৫৩ হিজরী শামসী :

সুরা আল শামস্

তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফ্‌সীর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২)

[হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলিফাতুল মসিহ্ সানী (রাঃ) প্রণীত তফসীরে সগীর এবং তফসীরে কবীর হইতে সংক্ষেপিত ও অনুদিত]

—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ ।

শরীয়ত বাহী অথবা শরীয়ত বিহীন (তথা শরয়ী ও গয়র শরয়ী) নবী হওয়া কোন আকস্মিক ব্যাপার নহে, বরং 'সূর্য' (শরয়ী নবী) সেই ব্যক্তিদিগকেই বানানো হয়, যাঁহাদের মধ্যে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অগ্রাভিযান, সামরিক ও শাসন ক্ষমতার স্বভাবজ গুণ সমূহ ও থাকে। কেননা শরীয়ত প্রবর্ত্তন ও প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত গুণ সমূহ বিদ্যমান থাকা আবশ্যকীয়। কিন্তু 'চন্দ্র' (গয়র শরয়ী নবী ও মুজাদ্দেদ এবং সংস্কারক) সেই সকল ব্যক্তি হন, যাঁহাদের মধ্যে প্রধানতঃ অমায়িকতা, বিনয় ও নম্রতা এবং আত্মবিলিনতার স্বভাবজ গুণ সমূহ বিদ্যমান থাকে। কেননা উপস্থিত শরীয়তের পূর্ণ প্রচার ও পুণঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত গুণ সমূহ আবশ্যকীয়।

এই সূক্ষ্ম-তত্বটিও স্মর্তব্য যে, প্রত্যেক চন্দ্র যেমন শুধু তাহার নিজের সূর্য অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হয়, কিন্তু প্রত্যেক সূর্য অপেক্ষাই ক্ষুদ্র হয় না, তেমনিভাবে প্রত্যেক গয়র শরয়ী নবীও শুধু তাহার নিজের সূর্য তথা শরয়ী নবী অপেক্ষা নিম্নতর দর্জার হইবে, সকল নবী অপেক্ষা নহে।

আয়াত নং ৪। ওয়ান নাহারে এযা জাল্লাহা—"দিবসকে সাক্ষ্য রূপে পেশ করিতেছি, যখন উহা সূর্যকে প্রকাশ করে।"

'যোহাশ্‌ শাম্‌স' অবস্থ সর্বক্ষণই বিদ্যমান থাকে, কেননা উহার দ্বারা সূর্যের নিজস্ব বা সাক্ষাৎ

আলোকে বুঝায়, কিন্তু 'নাহার' বা দিবস সেই সময়টিকে বুঝায়, যখন পৃথিবীর কোন অংশ সূর্যের সম্মুখে আসিয়া উহাকে দৃশ্যমান করিয়া দেয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, এই সূর্য অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) শুধু নিজেই দেদীপ্যমান নহেন, বরং এক সময়ে জগতও তাঁহার সম্মুখে আসিয়া নিজেকে আলোকিত করিবে। এখানে আরোও একটি সূক্ষ্ম-তত্ব উল্লেখযোগ্য—বলা হইয়াছে, "আমি দিবসকে পেশ করিতেছি, যখন উহা সূর্যকে প্রকাশ করিয়া দিবে", অর্থাৎ যখন সূর্য সামনে উপস্থিত থাকিবে না, কিন্তু দিবস (অর্থাৎ রসুলের এন্তেকালোত্তর ইসলামের পূর্ণ উন্নতি ও বিজয়ের যুগ) ইহা প্রমান করিবে যে, সূর্য নিশ্চয় উদিত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা জানা যায় যে, পার্থিব সূর্যের বিপরীত আধ্যাত্মিক সূর্য সেই সময়ে কামালিয়ত—পূর্ণতা ও উন্নতির চরমে পৌঁছায়, যখন উহা দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করে—বাহ্যিক দৃষ্টির অগোচর হইয়া যায়। সুতরাং হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ)-এর যুগে যেরূপে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর বিজয় ডঙ্কা বাজিয়াছে, তাঁহার জীবদ্দশায় সেরূপ হয় নাই। (তফসীরে কবীর)।

দিবসকে সাক্ষ্য রূপে পেশ করা, যখন উহা সূর্যকে প্রকাশ করিয়া দেয়—এতদ্বারা এই বুঝায় যে, যখন ইসলামের উন্নতির যুগ আসিবে, যাহা দিবসের ন্যায় সুস্পষ্ট হইবে, তখন হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সত্যতা এবং উচ্চ মর্যাদা ক্রমাগত সুপ্রকাশিত হইতে থাকিবে। (তফসীরে সগীর)

আয়াত নং ৫। 'ওয়াল্লাইলে এযা ইয়াগশাহা'—"রাত্রিকে সাক্ষ্য রূপে পেশ করিতেছি, যখন উহা সূর্যকে আচ্ছাদিত করে।"

এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, উম্মতে মোহাম্মদীয়ার উপর এমন এক যুগ আসিবে, যখন তাহারা কার্যতঃ তাহাদের সূর্য অর্থাৎ হযরত রসুল করীম (সাঃ) হইতে বিমুখ হইয়া পড়িবে এবং দিবসের স্থলে রাত্রির অন্ধকার যুগ তাহাদের উপর নামিয়া আসিবে (যেমন এই আখেরী জামানা সম্বন্ধে হাদিসের গ্রন্থাবলীতেও বিস্তারিত ঐরূপ খবর লিপিবদ্ধ আছে)। অর্থাৎ যখন কুফুর এবং গুমরাহী দুনিয়াতে ছড়াইয়া পড়িবে, তখন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নূর আচ্ছাদিত এবং মানব দৃষ্টির অগোচর হইয়া যাইবে।

আয়াত নং ৬—৭। ওয়াসসামায়ে ওমা বানাহা। ওয়াল আরযে ওমা তাহাহা—

"আকাশকে এবং উহাকে যে সুগঠিত করা হইয়াছে; পৃথিবী এবং উহাকে যে সুবিস্তৃত করা হইয়াছে, তাহা সাক্ষ্য রূপে পেশ করিতেছি।"

এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, যদিও ইসলামের বাহ্যিক উন্নতি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নূরকে প্রকাশ করিবে এবং ইসলামের বাহ্যিক অধঃপতন তাঁহার নূরকে মানব দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছাদিত করিবে, কিন্তু আসমান ও জমীন এবং উহাদের গঠন ও সৃষ্টি রহস্য এই

ইঙ্গিতই বহন করে যে, সত্য সর্বদাই জয়যুক্ত হইবে, ইহকালে হউক অথবা পরকালে। সুতরাং সাময়িক বিজয় দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হওয়া উচিত নয় এবং সাময়িক বাধা-বিঘ্ন দেখিয়া বিচলিত হওয়া ও উচিত নয়। (তফসীরে সগীর)

কোন কিছুর মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারকারী বিশেষ গুণকে নির্দেশ করার জন্য ما (মা) শব্দ من (মান)-এর স্থলে ব্যবহার হয়। যেমন,, সুরা আল-এমরানের ৩৭ নং আয়াতে "আল্লাহু আ'লামু লেমান ওয়ায়াত" বলিলে শুধু এই অর্থ বুঝাইত যে, আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন যে সে পুত্র-সন্তান প্রসব করিল, না কন্যা-সন্তান। বলা বাহুল্য যে উহা তো কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল না। বরং "লেমান"-এর স্থলে "বেমা" বলিয়া এই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা জানেন যে, উহার মধ্যে কি বিশেষ গুণাবলী রহিয়াছে। তেমনি ভাবে "ফানকেহু মা তাবা লাকুম মিনান নেসায়ে" (আন্‌নেসা: ৪) আয়াতের মধ্যেও এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, স্ত্রীলোকের মধ্যে বিশেষ গুণকে লক্ষ করিয়াই বিবাহ করা হয়। হাদিসের মধ্যে ধর্মপরায়নতার গুণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ রহিয়াছে।

তেমনিভাবে "ওয়াল আরযে ওমা তাহাহা" এর মধ্যে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক জমীন বসবাস বা আবাদী যোগ্য নহে। এজন্য জমীনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখ যে, মহান সৃষ্টি কর্তা কি ভাবে ইহাকে বসবাসযোগ্য করিয়া তৈয়ার করিয়াছে। একদিকে যদি তিনি আসমানের মধ্যে সুউচ্চতা এবং কল্যাণ বর্ষণের শক্তি নিহিত করিয়াছেন, তেমনি অন্য দিকে জমীনের মধ্যে মস্তিষ্ক ক্রমবিকাশ ও উন্নতি সাধনের উপাদান ও শক্তি রাখিয়াছেন এবং উহাকে আবাদী ও বসবাস যোগ্য করিয়াছেন। সুতরাং ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে যে, তিনি মানুষের জাগতিক সুবিধা ও উপকার প্রতি তো লক্ষ্য রাখিতেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও উপকার উপেক্ষা করিতেন।

তেমনিভাবে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থও হইবে যে, আসমান, যদ্বারা সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদিকে বুঝায়, উহা নিজ গড়ন ও গঠনে কল্যাণ সঞ্চারকারী এবং দাতা রূপে রহিয়াছে। পক্ষান্তরে জমীনের গঠন গ্রহীতা ও আহরনকারীর স্বাক্ষর বহণ করে। সুতরাং আসমানী সত্ত্বা অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ব্যতীত তোমরা কোন কল্যাণ ও কামালিয়ত লাভে সক্ষম হইতে পার না। তেমনিভাবে ইহাও বুঝায় যে, আসমানের জাগতিক কল্যাণকে পৃথিবী যেমন অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে পারে না, তেমনি হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অস্বীকার ও দীর্ঘকাল করিতে পারিবে না।

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

ব্যবসায় নিষিদ্ধ বিষয়াবলী

১। হযরত রসুল করীম (সাঃ) ফল পাকার পূর্বে উহার বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন। (বুখারী ও মোস্লেম)।

২। কোন খাদ্য দ্রব্যের ক্রেতা সবটা খাদ্য-দ্রব্য মাপিয়া লইবার পূর্বে উহা বিক্রয় করিবে না। (আবু দাউদ)।

৩। খাদ্য শস্য হস্তগত হওয়ার পূর্বে উহার বিক্রয় নিষিদ্ধ। (বুখারী ও মোস্লেম)।

৪। বাজারে মাল নামিবার পূর্বে আগে বাড়িয়া গিয়া খরিদ করিবে না। (ঐ)।

৫। কেহ মুসলমান ভাইয়ের সওদার উপর সওদা করিবে না। (মুস্লিম)।

৬। এক বিক্রয়ে দুই সওদা নিষিদ্ধ। (মালেক, তিরমিযি)।

৭। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, মানুষের উপর এক সময় আসিবে যখন অর্থ ছাড়া আর কিছুই ফায়দা দিবে না। (আহমদ)।

৮। একচেটিয়া ব্যবসাকারী পাপী। (মোস্লেম)।

৯। যে কেহ উচ্চ মূল্য পাইবার উদ্দেশ্যে ৪০ দিনের অতিরিক্ত খাদ্য-শস্য মওজুদ করিয়া রাখে, সে আল্লাহ্ হইতে মুক্ত এবং আল্লাহ তাহার হইতে মুক্ত। (রাজিন)।

১০। মন্দ সেই ব্যক্তি যে একচেটিয়া ব্যবসায় করে। আল্লাহ্ দ্রব্যমূল্য কম করিয়া দিলে সে দুঃখিত হয় এবং মহার্ঘ করিয়া দিলে সে আনন্দিত হয়। (রাজিন, বাইহাকী)।

১১। যে কেহ ৪০ দিনের উর্ধে খাদ্যশস্য মওজুদ করে এবং পরে ইহা সদকা করিয়া দেয়, এতদ্বারা তাহার পাপ মোচন হইবে না। (রাজিন)।

সুদ

২। হাতে হাতে লেন দেন করিতে স্বর্ণের পরিবর্তে স্বর্ণ, রৌপ্যের পরিবর্তে রৌপ্য, গমের পরিবর্তে গম, বার্লির পরিবর্তে বার্লি, খেজুরের পরিবর্তে খেজুর, লবনের পরিবর্তে লবন, এবং এক জিনিষের পরিবর্তে সেই জিনিষ যদি কেহ বেশী দেয় বা বেশী গ্রহণ করে, তবে গ্রহীতা ও দাতা উভয়েই সুদ গ্রহণে সমান (অপরাধী)। (মোস্লেম)।

৩। বেলাল (রাঃ) হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর নিকট বারনী খেজুর লইয়া আসিলেন। রসুল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোথা হইতে আনিলে? তিনি উত্তর দিলেন, "আমার নিকট পুরাতন খেজুর ছিল, উহার দুই সা'আ (পৌনে তিন সের) দিয়া

(৬-এর পৃঃ দেখুন)

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

অমৃত বানী

"চিনিল না আজি স্বজাতি মোর মর্যাদা আমার।
চোখের জলে স্মরিবে ইহা সুদিনে আমার।।"

"আমি সেই খোদার কসম খাইয়া বলিতেছি, যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ আছে যে, তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনিই আমার নাম নবী রাখিয়াছেন। তিনিই আমাকে মসিহ মওউদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি আমার সত্যতায় বড় বড় নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন, যেগুলির সংখ্যা তিন লক্ষে পৌঁছিয়াছে।"

(হকীকাতুল ওহীর পরিশিষ্ট ৬৮ পৃঃ)

"খোদাতায়ালা আমার নিকট ওহীর মধ্যে বার বার আমাকে উম্মতি বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন এবং নবী বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। এই দুই নাম শ্রবনে আমি হৃদয়ে বড়ই সন্তোষ অনুভব করি এবং আমি কৃতজ্ঞ যে এই জোড়া নামে আমাকে সম্মানিত করা হইয়াছে।"

(বারাহীনে আহমদীয়া ৫ম খণ্ড, ১৮৪ পৃঃ)।

"ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে আমাকে চিনিয়াছে। খোদার সকল পথের আমি শেষ পথ এবং আমি তাঁহার সকল নূরের শেষ নূর। দুর্ভাগ্য তাহার যে আমাকে পরিত্যাগ করে। কারণ আমাকে বাদ দিলে সব অন্ধকার।"

(কিশতিয়ে নূহ ৭৭ পৃঃ)

"আমাকে অস্বীকার আমার অস্বীকার নহে, বরং আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুল (সাঃ)-এর অস্বীকার। কারণ যে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, সে আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবার পূর্বে মা'আযআল্লাহ্ আল্লাহ্তায়ালাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে। আমি দাবী করিয়া বলিতেছি যে আলহামদোলিল্লাহ হইতে সুরা আন-নাস পর্যন্ত সারা কুরআন তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব চিন্তা করিয়া দেখ, আমাকে মিথ্যাবাদী বলা কি সহজ ব্যাপার? ইহা আমি নিজের তরফ হইতে বলিতেছি না। আমি খোদাতায়ালার কসম খাইয়া বলিতেছি যে সত্য ইহাই যে, যে আমাকে ছাড়িবে এবং আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে, সে মুখ দিয়া না বলিলেও সে আমলের দ্বারা সারা কুরআনকে মিথ্যা বলে এবং খোদাকে ছাড়িয়া দেয়।"

(মলফুজাত ৪র্থ জিলদ—১৪ পৃঃ)।

ইলহামাত হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

"এবং স্মরণ কর সেই সময়কে যখন এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ ধূর্ততা করিয়া কুফরের ফতওয়া দিবে। সে নিজ বুযুর্গ হামানকে বলিবে যে এই বুনিয়াদ তুমি পাতো, কারণ জনসাধারণের উপর তোমার প্রভাব খুব বেশী এবং তুমি নিজ ফতওয়ার দ্বারা সকলকে উত্তেজিত করিতে পারিবে। অতএব তুমি সর্ব প্রথম এই কুফর নামায় মোহর লাগাও, যাহাতে সকল আলেম অগ্নিশর্মা হইয়া উঠে এবং তোমার মোহর দেখিয়া তাহারাও মোহর লাগাইয়া দেয় এবং আমি দেখিব খোদা এই ব্যক্তির সহিত আছে কি নাই। কারণ আমি তাহাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। (তখন সে মোহর লাগাইয়া দিল)। আবু লহব (অগ্নিশিখার পিতা) ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এবং তাহার দুই হাত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। (এক হাত হইল, যাহা কুফর নামাকে ধারন করিয়াছিল এবং দ্বিতীয় হাত হইল যদ্বারা মোহর লাগাইয়া ছিল অথবা যাহা দ্বারা কুফর নামা লিখিয়াছিল)। তাহার এ কাজে দখল দেওয়া উচিৎ ছিল না। পরন্তু ভয় করা উচিৎ ছিল। এবং যে কষ্ট তোমার উপর বর্তিবে, উহা খোদার পক্ষ হইতে হইবে। যখন হামান কুফর নামায় মোহর লাগাইবে, তখন বড় ফেতনা হইবে। অতএব তুমি ধৈর্য ধর, যেভাবে দৃঢ়-সংকল্প বদ্ধ নবীগণ ধৈর্য ধরিয়া ছিল। এই ফেতনা খোদার পক্ষ হইতে ফেতনা হইবে, এই উদ্দেশ্যে যে তিনি তোমাকে খুব ভাল বাসিবেন। এই ভালবাসা চিরস্থায়ী। উহা কখনও কর্তিত হইবে না। এবং খোদার মধ্যে তোমার পুরস্কার রহিয়াছে। খোদা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন এবং তোমার নামকে পুরা করিবেন। এমন অনেক জিনিষ আছে যেগুলি তোমরা চাহ কিন্তু ওগুলি তোমাদের জন্য ভাল নহে এবং এমন অনেক জিনিষ আছে, যেগুলি তোমরা চাহনা, এবং ওগুলি তোমাদের জন্য ভাল। এবং খোদা জানেন, তোমরা জান না।"

(তাযকেরা, নূতন সংস্করণ, ৩৮৮-৮৯)

অনুবাদঃ মোঃ মোহাম্মাদ

(৪র্থ পৃঃ পর)

এক সা'আ খরিদ করিয়া আনিয়াছি।" রসুল (সাঃ) বলিলেন, পরিতাপ! সুনিশ্চিত সুদ! এরূপ করিও না। যখন তুমি খরিদ করিতে চাহ, তোমার খেজুর বিক্রয় করিয়া অন্য প্রকারের খেজুর খরিদ কর।" (বুখারী ও মোস্লেম)।

৪। সুদের ৭০টি বিভাগ আছে। ইহার মধ্যে যেটি সব থেকে সহজ, উহা নিজ মাতাকে বিবাহ করার তুল্য। (ইবনে মাজা)।

৫। যদিও সুদ বাড়িতে থাকে, ইহার ফল ক্ষতির দিকে যায়। (ইবনে মাজা)।

৬। হাতে হাতে লেন দেন করিতে, স্বর্ণের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্যের জন্য রৌপ্য, গমের জন্য গম, বার্লির জন্য বার্লি, খেজুরের জন্য খেজুর, লবনের জন্য লবন এবং এক জিনিষের জন্য সেই জিনিষ সম পরিমাণ। হাতে হাতে পরিশোধে যখন জিনিষ ভিন্ন হয়, তখন যে ভাবে খুশী উহা বিক্রয় করিয়া ফেল (এবং লওয়া জিনিষ সেই জিনিষ দিয়া সম পরিমাণে পরিশোধ দাও)। (মোস্লেম)।

অনুবাদঃ মোঃ মোহাম্মাদ

জুমার খোতবা

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

আল্লাহতালার চিরন্তন বিধানানুযায়ী প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষগণের জমাতের ন্যায় জমাতে আহমদীয়াকেও পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হতে হবে। যদি তোমরা খোদাতায়ালার জন্য অত্যাচার সহ্য কর তাহলে তিনি স্বর্গীয় ফেরেস্তাদেরকে তোমাদের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করবেন। আমাদের মনোবৃত্তি ও মানসিকতা, কাকেও ক্লেশ দেওয়া নহে। এ মর্যাদা কখনও ভুলে যেওনা যে ক্রোধ করা আমাদের কাজ নহে, বরং ক্রোধ সম্বরণ করা আমাদের কাজ। পরের জন্য আমাদেরকে দোয়া করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

[২৪শে হিজরত, ১৩৫৩ হিঃ শাঃ মোতাবেক ২৪শে মে, ১৯৭৪ইং তারিখে রাবওয়ায় প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তায়াওউজ এবং সুরা ফাতেহা পাঠ করার পর হুজুর কোরআন শরীফের কতেক আয়াত পাঠ করেন এবং হুজুর বলেন ! কোরআন আজীমে আল্লাহতায়ালা বলেছেন : হযরত আদম (আঃ) হতে নবী আকরাম (সাঃ) পর্যন্ত যখনই আল্লাহ্ তায়ালার নিকট হতে

যিকর, হেদায়েত এবং উপদেশ বার্তা

(উহা শরীয়ত এবং হেদায়েত সম্পর্কিত হউক অথবা শরীয়ত এবং হেদয়েতকে স্মরণ করাবার জন্য হউক) খোদাতালার নবী এবং প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষদের প্রেরণের মাধ্যমে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, তখন যাদের নিকট তাঁরা প্রেরিত হন তারা দু শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। এক দল নবীদের উপর ঈমান আনয়ন করেন, আর এক দল অস্বীকার করে। যারা অস্বীকার করে, তারা আল্লাহ তালার সে বিধান স্ব চক্ষে দর্শন করে যে, আল্লাহ তালা তাদের কে এককাল পর্যন্ত সুযোগ দান করেন, অতএব নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হে অ ছাল্লামের যুগে আমরা এ দৃশ্য দেখতে পাই। বাস্তবিক দুনিয়ার কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য নবীগণের আগমণ হয়ে থাকে যেন পৃথিবী আল্লাহ তালার কল্যাণ বেশীর চেয়ে বেশী লাভ করতে সমর্থ হয়। এ উদ্দেশেই আল্লাহ তালা তাদেরকে সুযোগ প্রদান করে থাকেন। শীঘ্রই তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন না। দ্বিতীয়তঃ এর মধ্যে মোমেনদের ঈমানের ক্রমোন্নতির জন্য শিক্ষা দেয়া এবং পরীক্ষা করাও উদ্দেশ্য থাকে, এবং অস্বীকারকারীদেরকে একথা বলে দেওয়াও উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তালার এবং নবীদের প্রতি ঈমান আনয়ন কারীদের ক্রমোন্নতির জন্যও এভাবেই

শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, তারা যেন আল্লাহ তালার জন্য তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য, সর্ব প্রকারের ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হন। সুতরাং কাফেরদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যও এরই মধ্যে নিহিত থাকে। এজন্য শীঘ্রই আল্লাহ তালার আজাব অবতীর্ণ হয়না। কারণ শীঘ্রই আজাব আসলে কাফরদের তৌবা করার সুযোগ থাকেনা, তারা তৌবার সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। এখন দেখ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মহান ও আখেরী পরিপূর্ণ শরীয়াত (ধর্ম্মব্যবস্থা) আনয়নকারী— মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে অ ছাল্লামের যুগে মক্কার কোরায়েশগণ নবী আকরাম (সাঃ) এবং তাঁর সহচরদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে ছিল এবং যে ধরণের ষড়যন্ত্র করেছিল, এবং যে প্রকারের ভীষণ যাতনা দিয়েছিল, তাদেরকে শাস্তি দিবার বেলায় এক দীর্ঘ সময় লেগে ছিল। শীঘ্রই তারা ধৃত হয় নাই। আবার যখন তারা ধৃত হয়েছে তখন এক সঙ্গে সবাই ধৃত হয় নাই। বরং কিছু সংখ্যক লোককে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। যে যুগে নবী আকরাম (সাঃ) সাহাবাদের (রাজিঃ) শিক্ষাদানে রত ছিলেন, তখন হাতের করে গণিত কতেক মোমেনীন ব্যতিরেকে

মক্কার বিরাট অংশ

চরম বিরোধীতা এবং অত্যাচার করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। পুনরায় এককাল পর যখন আযাব আসল এবং তাদেরকে খোদাতালা কাঁপায়ে দিলেন ও খোদাতালার ক্রোধ তাদের উপর অবতীর্ণ হল, তখন বদর ময়দানে পর্বতাকার শ্রেষ্ঠ কোরায়শদের অনেকের মাথা কেটে দেওয়া হলো, কারণ তারা তরবারী দ্বারা ইসলামকে নিধন করতে চেয়েছিল; আল্লাহতায়ালা সেই তরবারী দ্বারাই তাদের ধ্বংসের জন্য আযাব নাযেল করার সংকল্প করলেন। এ কথা ঠিক যে বিরুদ্ধবাদীদের শতকরা অষ্টমাংশ অথবা পঞ্চমাংশও হবেনা যারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তৎপর তাদের মঙ্গলের জন্য যেহেতু অপরাপর নবীদের ন্যায় নবী আকরাম (সাঃ)-কেও প্রেরণ করা হয়েছিল, এজন্য তাদেরকে আমোদ প্রমোদের জন্য কিছু দিন ঢিল দেয়া হল। দীর্ঘকাল গোমরাহী ও অন্ধকারে বিচরণ করার পর তাদের জন্য আল্লাহ-তালা হেদায়েতের ও আলোর উপকরণ সৃষ্টি করলেন এবং তারা ঈমান আনয়ন করে। অবশিষ্ট যারা ছিল মক্কা বিজয়ের দিন তারা সকলেই ঈমান গ্রহণ করে, এবং তাদের মধ্যে আল্লাহতালা খুবেই আন্তরিকতা সৃষ্টি করে দেন। পরবর্তি কালে খেলাফতে রাশেদার যুগে সে সময়কার দুটি বড় শক্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে এজন্য যুদ্ধ করতে হয়েছিল যে তারা (বৃহৎশক্তিদ্বয়) আক্রমণকারী ছিল, এবং

ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ষড়যন্ত্র

করছিল। সে কালে যুদ্ধ-মাঠে তাঁরা এরূপ আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন যে,

মানবীয় বুদ্ধি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। অতএব নবী আকরাম (সাঃ)এর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই যদি খোদা তালার ক্রোধের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হত, তাহলে এ আন্তরিকতাপূর্ণ মোমেনদের হেদায়েত লাভ করার পূর্বেই তারা দোজখের জালানী হয়ে যেতেন। নবীর আগমন ধ্বংসের জন্য নয়, ধ্বংসের উপকরণ বিরুদ্ধবাদীরা নিজের হাতে তৈরী করে। তাঁরা তো কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য আগমন করেন, এবং বেহেস্তের দ্বার উদঘাটন করার জন্য আগমন করেন। কিন্তু কোন কোন দূর্ভাগা হেদায়েতের পূর্বেই খোদাতালার জাজাবে ধৃত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। আবার অনেকেই দীর্ঘ বিরোধীতার পর ঈমানের সম্পদে ভূষিত হয়ে ঈমান আনয়ন করেন এবং তাদের দেলে আন্তরিকতার সৃষ্টি হয়। তারপর তাদের আন্তরিকতা কোরবানীর আকারে আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়, এবং তাঁরা আল্লাহ তালার রহমতের ফলে স্বর্গের উত্তরাধিকারী হয়ে যান। অতএব আমি যে, কতেক আয়াত বিভিন্ন জায়গা হতে নিয়েছি তন্মধ্যে তিন আয়াত সূরা ص (সোয়াদ)-এর এবং এক আয়াত সূরা মুমেনের, যা একই বিষয়ের কড়ি স্বরূপ। এখানে একথাই বর্ণিত হয়েছে যে যখন নবীর প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষদের বিরোধীতা আরম্ভ হয় তখন আল্লাহ তালা বিরুদ্ধবাদীদেরকে কিছুকাল মুক্ত ছেড়ে দেন। এবং আল্লাহতালা বলেন যে, আমি তোমাদেরকে মুক্ত ছেড়ে দেয়ার ফলে তোমরা মনে কর—খোদা তালা الوهاب দয়াশীল বটে কিন্তু তিনি العزيز পরাক্রান্ত নন, ফলে তোমরা আরো আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হয়ে যাও। এরূপ এজন্য হয় যে, নবীর আগমণ ও বিরূপ ষড়যন্ত্র এবং আযাবের মধ্যে বিশেষ কারণে খোদাতালা এক দীর্ঘ সময় রেখে দেন। এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হয়। তারপর আল্লাহ তালার আযাব এসে তাদেরকে বিনাশ করে। যেহেতু তখনও আযাবের সময় আসে না এজন্য তারা আমোদ প্রমোদে আরও অগ্রসর হতে থাকে। নবীর যুগে পার্থিব কল্যাণে তারা সম্পদশালী হবার দরুন তারা মনে করে খোদাতালা তাদেরকেই কল্যাণ দান করেছেন। (এবং তারা খোদাতালার দৃষ্টিতে সম্মানিত) এবং দুনিয়ার কল্যাণ ও সম্পদ তাদের মাধ্যমেই বন্টন করা হবে। খোদাতালা বলেন—তাদের মনোবৃত্তি এই যে, আল্লাহ তালার রহমতের ভাণ্ডারের শুধু তারাই অধিকারী। কারণ নবীর অনুগামীরা দরিদ্র অবস্থায় হন, অসহায় অবস্থায় হন। তারা উপেক্ষিত হন, এবং কাফেরগণের অনেকেই সম্পদশালী এবং ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে বলেই তারা মনে করে যে, আল্লাহ তালার রহমতের ভাণ্ডার শুধু তাদেরই প্রাপ্য, অন্য কেউ তা পাওয়ার অধিকারী নয়। কিন্তু আল্লাহ তালা বলেন যে তারা এ কথা বুঝে না যে, যিনি প্রাচুর্য দান কারী, পরাক্রমশালীও তিনি, এবং দানশীলও তিনি। যখন তারা খোদাতালার দানশীলতা হতে অংশগ্রহণ করে,

তখন তারা মনে করে খোদাতায়ালা পরাক্রমশালী নহেন এবং তারা খোদাতায়ালার নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাগণের মোকাবেলায় দণ্ডায়মান হয় এবং একথা ভুলে যায় যে, খোদা তায়ালা পরাক্রমশালী। আর যখন খোদাতায়ালার পরাক্রমশালী হস্ত তাদেরকে চড় মেরে দেয় তখন তারা নিরাশ হয়ে যায় এবং তখন তারা বলে খোদাতায়ালা দানশীল নহেন! কিন্তু মোমেন খোদাতায়ালাকে দানশীলও মনে করেন! এ জন্য তারা খোদাতায়ালার পথে কোরবাণীও দিতে থাকেন। তাঁরা জানেন যে আমরা যে কোরবাণী দিব, খোদা-কারো ঋণ রাখবেন না, কোরবাণীর হাজারো গুণ বৃদ্ধি করে ফিরৎ দিবেন বরং অসীম গুণ বৃদ্ধি করে ফিরৎ দিবেন। (এ দুনিয়াতেই) কিন্তু তার মোকাবেলায় মৃত্যুর পরপারের জীবনে ত কোন কথাই নেই, সেখানে সীমাহীন সবকিছুই, যা হউক মোমেনরা আল্লাহতায়ালার দানশীলতার ঐশী জ্ঞানও রাখেন কিন্তু এ অবস্থায় তারা ভয়ও করেন—খোদাতায়ালা যে পরাক্রমশালী এ কথাও জানেন। তাদের অন্তকরণে কোন অহংকার ও গৌরব সৃষ্টি হয়না। কিন্তু অবিশ্বাসীরা যে সময় খোদাতায়ালার রহমতের ব্যবহার পরীক্ষামূলক ভাবে এ পৃথিবীতে বিরোধীতার প্রারম্ভে দর্শন করে, তখন তারা খোদাতায়ালার দানশীলতাকে তো চিনে, কিন্তু সেই খোদা যাঁর অপর গুন পরাক্রমশালী, তাকে তারা চিনে না। এবং যখন পরাক্রমশালী খোদাতায়ালার হস্তে ধৃত হয় তখন মনে কর যে, তাহাদের জন্য

খোদাতায়ালার রহমতের প্রকাশ

এখন আর বিকশিত হবেনা। যেমন একটি ঘটনা আছে, (যাহা সংক্ষেপে বলছি—) এক ব্যক্তি হযরত রসুলে আকরাম (সাঃ) এর প্রতি তরবারী উত্তোলন করে বলল: এখন তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে? তিনি বলিলেন: আমার খোদা! এতে সে এত প্রভাবান্বিত হলো যে, তার হাত হতে তরবারী পড়ে গেল। তখন নবী করীম (সাঃ) স্বীয় তরবারী উত্তোলন করে বললেন: এখন তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে? বলতে লাগল, আপনিই দয়া করুন। সে একথা বুঝতেই অক্ষম যে, যদি নবী (সাঃ) কে খোদাতায়ালা স্বীয় আশ্রয়ে রক্ষা করতে পারেন, তা হলে তাকেও খোদাতায়ালা রক্ষা করতে পারেন। নবী করীম (সাঃ) তাকে যে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, সে শিক্ষা সে গ্রহণ করতে পারে নাই এবং এর ইঙ্গিত বুঝতে পারে নাই।

অতএব বিরুদ্ধবাদীগণ যখন রহমতের প্রকাশ দেখে তখন বিরোধীতায় আরো তীব্র হয়ে যায়। এবং যখন খোদাতায়ালার আযাবের স্বাদ গ্রহণ করে, তখন খোদাতায়ালা যে দানশীল সে কথা ভুলে যায়, তাঁর রহমতের অভিব্যক্তিও মানুষের প্রতি ঘটে থাকে

নবীর আগমন সে জন্যই হয়ে থাকে। রহমতের প্রকাশ হলেও মানুষ আযাবের সময়ে এর প্রতি দৃষ্টি দেয়না। কোরআন করীম বলে :

আযাব পুনঃ পুনঃ আসে

কিছু সংখ্যক লোক আযাবের প্রথম আক্রমনে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে যায়। কতেক আবার দ্বিতীয় আক্রমনে কৃতকার্য হয়ে যায়। কিন্তু কতেক তৃতীয় আক্রমণে সফলতা লাভ করে, এবং কতেক লোক শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে। তাদের কিছু অংশ "পরাজয় বরণ ও পৃষ্ঠ প্রদর্শনের" দৃশ্য দেখে এবং তারা মক্কা বিজয়ের দিন নবী আকরাম (সাঃ) এর মহিমা প্রদর্শন করে, সেখানে তারা মৃত্যু বরণ করে, এবং এ অবস্থায় তারা বলে : আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। মক্কা বিজয়ের দিন এরূপই হয়েছিল। তারা একথা বলে না যে, আমরা খোদাতায়ালার প্রতি ঈমান আনি, তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। তারা বলল : আপনি আমাদের প্রতি দয়া করুন। আল্লাহতায়ালা যে কিরূপ দয়ালু এ কথা তাদের কোন সর্দারকে বুঝায়ে দিবার জন্য নবী করীম (সাঃ) বললেন, আমি ত তাঁর একজন কার্য-নির্বাহক, যা কিছু করি তাঁর আদেশেই করি, আচ্ছা, তোমার ঘরে যে প্রবেশ করবে তাকে আমরা আশ্রয় দিব।

মোট কথা, আল্লাহ তালা বলেন, নবীগণের আগমনে পৃথিবীতে দু দল হয়ে যায়, একদল বিশ্বাসীগণের জমাত, আর একদল অবিশ্বাসীদের দল। যারা কাফের তারা প্রকৃত পক্ষে এজন্য অস্বীকার করে নাযে তারা সমাগত নবীর আগমনে অবিশ্বাসী এবং পূর্ববর্তীদের প্রতি বিশ্বাসী বরং দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর বস্তুতঃ ধর্ম তাদের নিকট কিংবদন্তিরূপে থেকে যায় —প্রকৃত ঈমান অন্তরে থাকে না, কারণ যদি প্রকৃত ঈমান হতো তবে নতুন আগমনকারীর প্রতিও শীঘ্রই ঈমান আনতে সক্ষম হতো। কেননা অল্প বিস্তর খোদাতালার যে ব্যবহার পূর্ববর্তীগণের সহিত হয়েছিল, সে ব্যবহারই পরবর্তী আগমনকারীর প্রতিও হয়ে এসেছে। এতে সন্দেহ নেই যে, নবী আকরাম (সাঃ) কে আল্লাহতালা অত্যন্ত ভালবেসেছেন, কিন্তু এতেও সন্দেহ নেই যে, পূর্ববর্তী নবীগণকেও (আঃ) আল্লাহতালা ভালবেসেছেন। অবস্থানুযায়ী তাঁদের দ্বারা যেসব দায়িত্ব তাঁদের উম্মতের প্রতি অর্পন করা হয়েছিল তদোনুযায়ী তাঁদেরকে ভালবেসেছেন। কিন্তু যিনি চরম ত্যাগ স্বীয় স্রষ্টা প্রভুর সমীপে পেশ করেছেন এবং প্রেম ও মহব্বতের চুড়ান্ত সীমায় যে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁর সঙ্গে আল্লাহতালা চরম সম্পর্ক এবং প্রেম ও ভালবাসার ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এর যে নক্সা এবং এর যে চিত্র তৈরী হয় তা প্রথম হতে একই প্রকারের

—খোদাতালার ভালবাসা নবী এবং তাঁর অনুগামীরা লাভ করেন। আদম (আঃ) হতে আজ পর্যন্ত আমরা ইহাই দেখেছি।

অতএব আল্লাহতালা বলেন যে, তাদের সন্দেহ আছে যে, আল্লাহতালার কাছ থেকে আদৌ কোন উপদেশ অবতীর্ণ হয় কিনা। এ সন্দেহের কারণেই তারা সমাগত নবীকেও মানে না এবং বাস্তব সত্য এ যে "বল লম্মা ইয়াযুকু আযাবি" (বরং যে পর্যন্ত না তারা আযাবের স্বাদ গ্রহণ করবে) তারা বিরোধীতা করতেই থাকবে, ষড়যন্ত্র করতেই থাকবে, ক্লেশ দিতেই থাকবে, অকৃতকার্য করার চেষ্টা করতেই থাকবে, যে পর্যন্ত না আল্লাহতালার হেফত—পরাক্রমশালীর প্রকাশ আযাবের আকারে না দেখবে, এবং সে পর্যন্ত তারা মনে করবে যেন খোদাতালার রহমতের ভাণ্ডার মাত্র তাদেরকে দেওয়া হয়েছে এবং মোমেনগণ পাবে না।

যেমন আমি বলেছি, মোমেনকে আল্লাহতালা পরীক্ষায় ফেলেন এ উদ্দেশে যে, যে শিক্ষা নবী এবং প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষগণের দ্বারা খোদাতালা তাদেরকে দিয়েছেন সে শিক্ষা তারা লাভ করেছে কিনা; দ্বিতীয়তঃ বিশ্বকে একথা জানাবার জন্য যে, দেখ আমার বান্দা আমার জন্য দুনিয়ার যাবতীয় অত্যাচার সহ্য করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আমার সহিত অকৃতজ্ঞ হতে প্রস্তুত নহে। খোদাতালা স্বীয় প্রেমিকগণের এ দৃশ্য জগতকে দেখাতে চান। কিন্তু আল্লাহতালা বলেন, যখন আযাবের আকারে তাঁর নির্দেশ অবতীর্ণ হয় তখন বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় যে, তারাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত যারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়নি এবং তাঁর প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষগণ এবং তাঁর নবীগণকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্য চেষ্টা করেছে। আল্লাহতালা বিভিন্ন প্রকারে এ বিষয়টি কোরআন করীমে বর্ণনা করেছেন, এবং আমাদের সামনে রেখেছেন। মোমেনদেরকে খোদাতালা বলেছেন, তাড়াতাড়ি করোনা এবং যারা তোমাদেরকে ক্লেশ দিচ্ছে, তোমাদের প্রতি অত্যাচার করছে, তোমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে, তোমাদেরকে অপমান করছে, তোমাদেরকে হেয় মনে করছে, তাদের জন্য দোয়া করতে থাক। তাদের জন্য দোয়া কর যে, সে মহান নেয়ামত যা তোমরা খোদাতালার ভালবাসার আকারে দেখেছ, এবং বিরোধীগণ যা হতে বঞ্চিত, আল্লাহ্ তালা তাদের জন্য ও যেন উহার উপকরণ সৃষ্টি করে দেন।

আমাদের জমাত মাহদী ও মসিহে মওউদ (আঃ) এর জমাত; এবং যে আহমদী মনে করে, আমাদেরকে কষ্ট দেওয়া হবেনা, আমাদের উপর বিপদাপদ আসবেনা, আমাদের ধ্বংসের জন্য উপকরণ তৈরী করা হবেনা, আমাদেরকে অপমান করার চেষ্টা করা হবেনা, এবং আমরা নির্বিঘ্নে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবো, সে ভুলের মধ্যে রয়েছে। সে খোদাতালার সেই বিধানকে চিনতে পারে নাই যা আদম (আঃ) হতে আজ পর্যন্ত মানুষ প্রাপ্ত হয়ে আসছে।

দোয়া করা আমাদের কাজ

যে সময় আল্লাহতালা উপযুক্ত মনে করবেন সে সময় তিনি তাঁর পরাক্রম এবং ক্রোধ প্রকাশ করবেন—কতেক ধ্বংস করে দিয়ে এবং অনেকের হেদায়েতের পথ পরিস্কার করে দিয়ে। দেখুন নবী করীম (সাঃ)-এর দৃষ্টান্ত আমি আপনাদের সামনে রেখেছি। যারা বিরুদ্ধবাদী ছিল তাদের মধ্যে শতকরা কি পরিমাণ খোদাতালার রুদ্র রোষে পড়েছে এবং মারা গিয়েছে? খুব সামান্য লোকই। আর অবশিষ্ট লোক পুণঃ পুণঃ যে বিভিন্ন আকারে আযাব এসেছে তাতে উপদেশ গ্রহণ করেছে এবং হেদায়েত লাভ করেছে।

অতএব আমাদেরকে অপরের জন্য যে দোয়া করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা যেন আমরা ভুলে না যাই। আমাদের কাজ রাগ করা নয়, আমাদের কাজ ক্রোধ সম্বরন করা, প্রতিশোধ গ্রহণ করা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ ক্ষমা করে দেয়া। আমাদের পরম শত্রু যারা তাদের জন্য দোয়া করা আমাদের কাজ, কারণ তারা চিনে না এবং আল্লাহ তালার করুণা হতে বঞ্চিত। তারা তাঁর ভালবাসার পথ হতে দূরে চলে গেছে। আমাদের এই কাজ। যে সময় পুনরায় খোদাতালা এক দীর্ঘ সেলসেলার পর, যা ঐশী গুণ পরাক্রমশালীর বিকাশের সেলসেলা অর্থাৎ কখনও কোথাও সামান্য আযাব হয় আবার অন্য আর এক সময়ে ভীষণ ভাবেআযাব আসে, এ সবার সার বার্তা—শতকরা দু চার জন ধ্বংস হয়ে যায় কিন্তু অবশিষ্ট লোকদের হেদায়েতে উপকরণ তৈরী হয়। অবশেষে খেলাফতে রাশেদার যুগে ইসলামী অভিযান বহু প্রসার লাভ করে ছিল, এবং যেখানে যেখানে ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তির বিস্তার ঘটেছে—পা শ্য সম্রাটের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়েছে, তাতে ইরানের অধিবাসীদের সঙ্গে এরূপ ত হয়নি যে শতকরা নব্বই জন লোকই মারা গিয়েছে, শতকরা পাঁচ জনও ধ্বংস হয়নি। আমার ধারণা শতকরা একজন করেও হয়নি। কিন্তু ইহা বাস্তব সত্য যে, আল্লাহতালা নিজ পরাক্রমশালী হবার প্রকাশ আযাবরূপে সংঘটিত করেছেন এবং তাদের হেদায়েতের উপকরণ সৃষ্টি করেছেন—তাদের অধিকাংশ মুসলমান হয়ে গিয়েছেন। তারপর তারা খুবই আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন. এবং তারা তাদের সামর্থ ও যোগ্যতা খোদাতালার পথে উৎস্বর্গ করে দিয়েছেন। যতদূর আমার স্মরণ আছে স্পেন বিজয়ী মূসা এবং তারেকও ইরান হতে সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁরা যুদ্ধে কৃতদাস হয়ে এসেছিলেন, তারা যার নিকট বন্দী ছিলেন সেখানে তাঁরা ইসলামের শিক্ষা লাভ করেন, তাদের যে পরিমাণ মানসিক শক্তি ও যোগ্যতা ছিল তা, ইসলামের জন্য উৎস্বর্গ করেছেন, তাদের নিজস্ব কিছু অবশিষ্ট ছিলনা, এবং তাঁরা

ইমামের আনুগত্যের সর্বোচ্চ নমুনা প্রতিষ্ঠা করেছেন, পরন্তু তাদের যুগে খেলাফত ছিলনা রাজ তন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবুও ইসলামের ব্যবস্থার আনুগত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ছিলেন যদিও ভূলক্রমে তাঁদেরকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু ইসলামের জন্য তাঁদের যে ভালবাসা ছিল তার মধ্যে তাঁরা কোন দূর্ণাম আসতে দেন নাই। যা হউক এ অন্য কথা, আমারএ চিন্তা থাকে যে, জামাতে নবাগত বন্ধুগণের যেন এরূপ ক্রোধ তাদের বিরুদ্ধ বাদীগণের বিরুদ্ধে এসে না যায়, যার অনুমতি আমাদের প্রভূ আমাদেরকে দেন নি। খোদা তালা বলেছেন: আমার জন্য তোমরা অত্যাচার সহ্য কর, আমি তোমাদের নিরাপত্তার জন্য স্বর্গীয় ফেরেস্তাদেরকে প্রেরণ করবো। বাহ্যত সোজা বুদ্ধির লোকও এ কথা জানে যে, আক্রান্ত ব্যক্তি নিজ আত্ম-রক্ষার জন্য সবচেয়ে বলিষ্ঠ এবং কার্যকরী অস্ত্র ব্যবহার করবে! সুতরাং যদি আমাদের বিবেক একথা বলে যে, একজন মোমেনের বিবেক দ্বারা এ মীমাংসা করাই উচিৎ যে, দুনিয়ার যাবতীয় প্রমাণ যদি আমাদের কাছে থাকে এবং সমস্ত প্রমাণ সহকারে যদি আমরা শত্রুর মোকাবেলা করি তবুও আমাদের এ প্রচেষ্টায় সে বল ও শক্তি নেই যা সে ফেরেস্তাগণের প্রচেষ্টায় আছে, যাদেরকে আল্লাহতালা স্বর্গ হতে প্রেরণ করেছেন এবং বলেছেন "আমার বান্দাগণের হেফাজত কর, এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য লড়াই কর।" যখন একথা, তখন আমাদের বিবেক বলে, দুর্বল অস্ত্র দ্বারা (নিজ) শত্রুর মোকাবেলা করা উচিৎ নয়, যদ্যপি এক শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবহার করার সুযোগও সামর্থও রয়েছে এখন আমাদের খোদা আমাদেরকে বলেন, "তোমাদের কাজ, কেবল দোয়া করা, এবং আমার কাজ (১) তোমাদের নিকট হতে কুরবানী নেওয়া, যেন তোমরা আমার অনুগ্রহ বেশীর চেয়ে বেশী লাভ করতে সমর্থ হও। (২) তোমাদের সমষ্টিগত জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা আমার (খোদাতালার) অঙ্গিকার।" এমতাবস্থায় ক্রোধ করা আমাদের উচিৎ নয়। আমাদের কাজ দোয়া করা।

গালি শুনে দোয়া কর
দুঃখ পেয়ে আরাম দাও।
—(মসিহে মওউদ)

যখন যেখানে তোমাদেরকে কেহ কষ্ট দেয় তখন তোমরা বিবেচনা কর যে, তোমরা তার কোন কষ্ট দূর করে দিয়ে আল্লাহতালার এ নির্দেশ পালনে সমর্থ হও কিনা, এখন এখানেও আমাদের ভীষণ বিরোধীতা চলছে। কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে আহমদীগণের অন্তরের অবস্থা এই যে, সব সময় আমাদের চিন্তা থাকে যে, যে কোন মানবীয় কষ্ট দেখতে পেলে তা দূর করার জন্য চেষ্টা করা।

সংবাদ পত্রে এ খবর এসেছে যে, সিন্ধু নদে বন্যা এসেছে এবং পঞ্চাশটি গ্রাম ভেসে গিয়েছে এবং মানুষ খুব দুর্ভোগ পোহাচ্ছে, তাদের জিজ্ঞাসা করার কেউ নেই। (আমি মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমাদের অবস্থা এরূপই হওয়া চাই। এতেই কল্যাণ রয়েছে।) আমি খোদ্দামুল আহমদীয়াকে বলেছি সেখানে লোক পাঠাও, এবং তাদের অবস্থা সংগ্রহ কর, তাদের কি জিনিষের প্রয়োজন. যেন আমরা তাদের আবশ্যকতা পূর্ণ করতে পারি। আমাদের দুজন নওজওয়ানের একটি ডেপুটেশন সেখানে গিয়ে সেখানকার অবস্থা জরিপ করে এক বিস্তারিত রিপোর্ট তাদের অফিসে দিলেন, তা আমার নিকট প্রেরন করা হল। আমি অবগত হলাম, তাদের কষ্ট আছে ঠিকই কিন্তু তাদের দুঃখ দুর্দশা জমাতী হিসাবে আমরা প্রতিকার করতে সমর্থ নহি। সরকার এর প্রতিকার করতে সমর্থ। আমি তদন্তকারী দলকে বললাম 'মসাওয়াত', যে পত্রিকা এ সংবাদ দিয়েছে তাকে লিখে দাও যে আমরা খোদ্দাম পাঠায়ে ছিলাম তারা তদন্ত করে এ রিপোর্ট পেশ করছে। তাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করার ব্যবস্থা সরকার ব্যতিরেকে অন্য কেউ করতে সমর্থ নহে। কারণ তাদের দুঃখ হল যে, সে এলাকায় বড় বড় জোতদার রয়েছে, আর দরীদ্র কৃষকগণ সেখানে বসত করছে। গতবারও একবার বন্যা এসে তাদেরকে বিরাট হেস্ত নেস্ত করেছে। তাদের ঘর বাড়ী ধ্বশে গেছে, এবারও তাই হয়েছে, বড় জোতদার এ দরিদ্র কৃষকগণকে ঘর বাড়ীর জন্য উচু জমি দিচ্ছে না। যেখানে তারা বসত বাড়ীর জন্য গ্রাম আবাদ করতে পারে এবং বন্যা থেকে রেহাই পেতে পারে। এক্ষণে আমি অথবা আপনি এ কাজ করতে পারিনা যে জোতদারদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে কৃষকগণকে দেই। সরকারের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ।

অতএব আমি তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি দৈনিক 'মাসওয়াত'কে পত্র দিবার জন্য, সে যেন এ বিষয় প্রচার করে অথবা কোন উপায়ে সরকারের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করে, যে কোন উচু জায়গা দেখে যেখানে বন্যার পানি না আসে কৃষকদের ঘর বাড়ী নির্মানের ব্যবস্থা সরকার যেন করে দেন। তারা যেন সুখ শান্তিতে বসবাস করতে পারে। এ হল আমাদের মনোবৃত্তি, মানসিকতা—আমরা যেন কাকেও কষ্ট না দেই। বরং আমাদের প্রচেষ্টা আমাদের দ্বারা যে পরিমাণ কারো দুঃখ দূর হতে পারে তা দূর করা। গত বৎসর বন্যার সময় আল্লাহতালা বহু অনুগ্রহ করেছেন। আমাদের অন্তঃকরণ তাঁর প্রশংসায় পরিপূর্ণ। আমাদের নওজওয়ানের মধ্যে অনেকেই নিজ প্রাণ বিপদে ফেলে বিপন্নদের প্রাণ রক্ষা করেছে, মূর্খতা বশতঃ যারা আমাদের সর্বনাশের চেষ্টায় মেতে ছিল। কারণ তারা যদি সে নূর দেখতে পেতো, মোহাম্মদ

(দঃ)-এর যে নূর আজ মাহ্দী (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তা হলে তো কোন বিবাদই থাকতো না।

অতএব আল্লাহ তালা আমাদেরকে মহান প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এবং মহাণ সু-সংবাদ দিয়েছেন, যে আমাদের দ্বারা—আমরা যারা অতি দূর্বল, এ জগতে আমাদের মূল্য এক কপর্দকও নহে—খোদাতালা ইসলামকে জয়যুক্ত করবেন। দুনিয়ার সম্রাটগণের জেনারেল যদি কুটি ভাগের একভাগও বীরোচীত কাজ করে, তবে তাকে সম্রাট পুরস্কার দান করেন। তবে যিনি প্রকৃত রাজাধি রাজ এবং সারা বিশ্বের সম্রাট তাঁর জন্য যখন জামাতের কতেক ব্যক্তি এবং সমাত্ সমষ্টিগত ভাবে এ কাজ করবে এবং বিশ্বে ইসলামকে জয়যুক্ত করবে এবং মোহাম্মদ (সাঃ) এর ভালবাসা বিশ্বের অন্তরে লৌহ শলাকার ন্যায় গেড়ে দিবে তাহলে সমস্ত ভাণ্ডারের অধিপতি যিনি সম্রাটের সম্রাট এবং প্রকৃতই যিনি বাদশাহ, আর সবই ঘটনা চক্রে বাদশাহ হয়েছে, তাঁর কাছ থেকে কতবড় পুরস্কার আমাদেরকে দেওয়া হবে, যার আমরা আশা রাখি এবং যার আমরা উমেদ ওয়ার। এ জন্য রাগ করোনা এবং একথা বুঝে দেখ যে, খোদাতালা যখন বলেছেন, "বরং যে পর্যন্তনা আযাবের স্বাদ গ্রহণ করবে"; তা হলে এখন পর্যন্তও যখন খোদা তালার ক্রোধের হস্ত পরিচালিত হয়নি, আমাদের কি অধিকার আছে যে, খোদাতালার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার হস্ত পরিচালিত হয়? তৎকালে যখন সময় হবে এবং যে পরিমাণ তিনি দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করবেন, যাদেরকে তিনি ধ্বংসের জন্য দৃঢ় ভাবে ধারণ করবেন, অপরের জন্য উপদেশ গ্রহণ করার জন্য ইচ্ছা করবেন তিনি নিজেই এর ব্যবস্থা করবেন। এর জন্য আমাদের কোন চিন্তা নেই। আমাদের নিজের জন্যই আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে, আমাদের কোন দূর্বলতার দরুন এবং শীথিলতার কারণে আমাদের রাব্বে করীম (মহানুভব প্রভু) আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে যান, খোদা এরূপ না করুন! আমীন।"

[সাপ্তাহিক 'বদর', কাদিয়ান (ভারত), ১লা আগষ্ট, ১৯৭৪ ইং হইতে অনুদিত]

অনুবাদ : এ, কে, মুহিবুল্লাহ,
সদর মুরুব্বী।

মজলিশে আনসারুল্লার সালানা ইজতেমা

বখেদমতে জনাব প্রেসিডেন্ট/জয়ীম আনসারুল্লা,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

মোহতরম জনাব নাজেমে আলা, বাংলাদেশ মজলিশে আনসারুল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে জানাইতেছি যে, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র সালানা ইজতেমা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবে (ইনশাল্লাহ)। ইজতেমা সুচারু রূপে সম্পন্ন করার জন্য একটি সাব কমিটিও গঠন করা হইয়াছে। শীঘ্রই ইজতেমার প্রোগ্রাম ও সঠিক তারিখ আপনাদের খেদমতে পাঠান হইবে।

জামাতে আহমদীয়ার সংগঠনের মধ্যে মজলিশে আনসারুল্লা এক অতীব গুরুত্ব পূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত আনসারুল্লাহ সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জামাতে সামগ্রিকভাবে জাগরণ আসিতে পারে না। অতএব এই ইজতেমা, আনসারুল্লার সদস্যদের মধ্যে নূতন প্রাণের সাড়া জাগানো এবং তালীম তরবীয়তের দিক থেকেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। ইজতেমা আমাদের ত্রুটী ও দূর্বলতা সমূহ দূর করিবার এক বিরাট সুযোগ আনিয়া দেয়। এক কথায় আনসারুল্লাহ্‌র মধ্যে পরিবর্তন ও জাগরন আনয়নের জন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হওয়া একান্ত জরুরী। তাই এই ইজতেমায় বেশী থেকে বেশী লোক শরীক হইয়া ফায়দা হাসিলের জন্য এখন থেকে প্রস্তুত হইতে থাকুন। প্রত্যেক জামাত হইতে কমপক্ষে ২ জন এবং ছোট জামাত হইতে ১ জন করিয়া ইহাতে অংশ গ্রহণ করার আবেদন করা যাইতেছে।

ইজতেমা অনুষ্ঠানের জন্য মালী কোরবানীরও প্রয়োজন। অতএব সকল জয়ীম ও প্রেসিডেন্ট সাহেবানদের অনুরোধ করা যাইতেছে তাঁহারা যেন সত্বর মজলিশের চাঁদা আদায় করতঃ অত্র অফিসে পাঠাইয়া ইজতেমার কাজকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার কার্যে সহায়তা করেন। ইজতেমার কামিয়াবীর জন্যও খাসভাবে দোয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে।

ওয়াসসালাম,

ইতি

খাকছার

নাজেমে আলার পক্ষে

শহীদুর রহমান

জয়ীম আনসারুল্লা—ঢাকা

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ")

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.